দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .. 30 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

বাংলার পাশাপাশি ইংরেজীকে গুরুত্ব দিতে হইবে

.....শিক্ষামন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার বলিয়াছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাইতে হইলে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া জরুরী। এই লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রথম শ্রেণী হইতে অনার্স ক্লাস পর্যন্ত ইংরাজী

(৭ম পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

ভাষাকেও বাধ্যতামূলক করার চিন্তা-ভাবনা চলিতেছে। গতকাল (শুক্রবার) গাইড হাউস মিলনায়তনে কারমাইকেল কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা জানান। সংগঠনের সভানেত্রী সৈয়দা শামসে আরা হোসেনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে ইত্তেফাক ও নিউ নেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতা, শিক্ষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য সাংবাদিক (মরণোত্তর) কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, সাহিত্যিক শামসুল হক, শিক্ষাবিদ আবু হেনা মুহম্মদ মোহসিনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল খালেক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় চলিতেছে। আমাদের তরুণ-তরুণীরা অনেকেই ঠিকমত লেখাপড়া করিতে চায় না। সেই দিনের তরুণ 'ডিসিগিরির' চাকুরীকে বলে ঐ চাকুরী কিছু না। অথচ আগে এই চাকুরীর কত সম্মান ছিল। তিনি বলেন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলেই জাতীয়করণের দাবী তোলা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা এই দাবীতে সোচ্চার। অথচ অনেক ছাত্র-ছাত্রীই জাতীয়করণের অর্থ বুঝে না। শিক্ষার উন্নতির জন্য 'অবজেকটিভ' প্রশ্নমালা চালু করা হইল, শুরু হইল গাড়ী ভাংচুর। তিনি বলেন, আমরা শিক্ষাকে জাতীয়করণ করিতে চাই। ইহার জন্য সময় প্রয়োজন। সরকার নির্বিঘ্নে ১০টি বছর অতিক্রমের সুযোগ পাইলে অনায়াসে ইহা সম্ভব হইবে।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, স্কুল-কলেজ জাতীয়করণের নামে যাহা হইতেছে, তাহা হইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ হইতেছে, কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে। দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম জাতীয়করণ হয় নাই। অথচ শিক্ষার মানের দারুণ অবনতি ঘটিয়াছে। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাইতে হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নয়, শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দিতে হইবে।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, আমাদের এই গরীব দেশটির রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ভাল থাকার ব্যবস্থা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের সরকার ও প্রশাসন শোষণের যন্ত্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রী হিসাবে যাঁহারা ক্ষমতায় আছেন তাঁহারা বলিতে চাহেন, তাঁহারা তো নগণ্য সংখ্যক কিছু লোক। প্রশাসন ব্যবস্থায় তো আগের লোকেরাই রহিয়াছেন। সেখানে তো পরিবর্তন আসে নাই। তাই তাঁহারা সবকিছু কি করিয়া ঠিকমত চালাইবেন।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, জনস্বার্থ রক্ষার মন-মানসিকতা সরকার ও প্রশাসনের সকলেরই থাকা দরকার। গুণীজনেরা এই ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। শুধু রাজনীতিবিদদের মাধ্যমে দেশের মঙ্গল নিশ্চিত করা যাইবে না। তিনি বলেন, অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে সেবামূলক কাজে জড়িত রহিয়াছেন, দেশের কথা ভাবিতেছেন। অথচ আমরা কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিতেছি না। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে দুর্গতি ও পশ্চাৎপদতা পিছু ছাড়িতেছে না। আমাদের গলদ কোথায় এই মুহূর্তে ভাবিয়া দেখা জরুরী। কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলেন, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় করিলেই হইবে না, ইহার শিক্ষার মানও নিশ্চিত করিতে হইবে।

সভাপতির ভাষণে সৈয়দা শামসে আরা হোসেন বলেন, কারমাইকেল কলেজ উত্তরজনপদের একটি অবহেলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইহার ঐতিহ্য রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হইবে। অনুষ্ঠানে কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের পক্ষে তাহার বিধবা পত্নী আজিজা ইদরিস সম্মান স্মারক গ্রহণ করেন। কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন তাহার কন্যা কাজী মদিনা।

দুপুরে সমিতির সাধারণ সভা, নির্বাচন এবং সন্ধ্যায় 'আরণ্যক'-এর নাটক 'খেলা খেলা' মঞ্চস্থ হয়।